সংবাদ

তারিখ ... ৯/১/৮৬ ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ১ ...

নোট বইয়ের ব্যবসা

দ্বিতীয় থেকে অষ্টম শ্রেণীর নোটবই প্রকাশ পুরোপুরি নিষিদ্ধ। অথচ এ নোটবইয়ে বাজার ছেয়ে আছে। তাড়াহুড়ো করে ছাপানো এসব নোট বই ভুলে ভরা। এগুলো আবার দোকানীরা পাঠ্যবইয়ের সাথে গছিয়ে দিচ্ছে ক্রেতাদের। নিষেধাজ্ঞা থাকা সত্ত্বেও এভাবে নোটবইয়ে কি করে বাজার ছেয়ে আছে এ প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবে আসে। বইগুলো আর উড়ে আসছে না। পাঠ্যবইয়ের সাথে মিলিয়ে সেগুলো লেখা হচ্ছে, হাজার হাজার কপি ছাপা হয়ে সেগুলো দোকানে দোকানে পৌঁছে যাচ্ছে। যারা এটা করছেন তাদের করিৎকর্মাই বলতে হবে। পাঠ্যবই বের হওয়ার সাথে সাথে তারা নোটবই হাজির করে ফেলছেন। পাঠ্যবই ছাপতে দেরী হচ্ছে, কিন্তু নোটবই ছাপা হতে আর দেরী নেই। কিভাবে সেটি ছাত্রদের সহায়ক হতে পারে সে চিন্তা এই 'করিৎকর্মা' ব্যক্তিদের মাথায় নেই, শুধু রয়েছে ব্যবসার চিন্তা। সেক্ষেত্রে পাল্লা কেবল বাজার পাওয়ার জন্যে তাড়াহুড়োতেই। সে বই তাই যেমন হচ্ছে নিম্নমানের তেমনি তাতে থেকে যাচ্ছে অজস্র ত্রুটি। ছাত্রদের উপকারের বদলে তা করছে মারাত্মক অপকার। সমস্যার অন্যদিকটার উল্লেখ পত্রিকান্তরে প্রকাশিত প্রতিবেদনে রয়েছে। নিষেধাজ্ঞা থাকাতে ভাল প্রকাশকরা নোটবই প্রকাশ করছে না। ভুয়া নামে ভূঁইফোঁড় প্রকাশকরা এখন এ কাজে লিপ্ত। পয়সা দিয়ে নোটবই কিনে ছাত্রদেরকে সেক্ষেত্রে দু' ভাবেই ঠকতে হচ্ছে।

নিষেধাজ্ঞা আরোপের এত সময় পরেও অবৈধ এ নোটের কারবার এমন রমরমা অবস্থায় কিভাবে বজায় রয়েছে? কত ধাপ পেরিয়ে সময়মত তা দোকান পর্যন্ত ঠিক পৌঁছে যাচ্ছে। 'ওপেন সিক্রেট'- সবাই জানছে, অথচ যাদের জানার তারাই কেন জানছেন না? কোথেকে কি হচ্ছে তার কোন হদিসই তাদের যেন জানা নেই। সত্যি, অবাক লাগে।

নোট প্রকাশের বিষয়টির সাথে এক নীতিগত প্রশ্ন জড়িত রয়েছে। এটা প্রমাণিত যে, নোটবই ছাত্রদের সত্যিকার কোন উপকারে আসে না। বরং তা তাদের জন্যে ক্ষতিকর। নোটবই পেয়ে সাধারণত: ছাত্ররা সেটা পড়ার দিকেই মন দেয়। মূল পাঠ্যবই অনেকে ছুঁইয়েও দেখার প্রয়োজন মনে করে না। বিষয়টি সম্পর্কে সে ছাত্রের জ্ঞান সেক্ষেত্রে খুবই সীমাবদ্ধ থেকে যায়। নোটবই ছাত্রদেরকে মুখস্থ বিদ্যায় অভ্যস্ত করে তোলে। নোটবইয়ের সীমাবদ্ধতা ও ভুলভ্রান্তির জন্যে ব্যাপকসংখ্যক ছাত্রকে হতে হয় ক্ষতিগ্রস্ত। এসব দিকে তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকে নোটবই প্রকাশ নিষিদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল। সে পরিস্থিতির আজ পরিবর্তন হয়ে যাওয়ার কোন কারণ নেই। আবার নোটবই প্রকাশের অনুমতি দেয়ার প্রশ্ন তাই আজ আর আসতে পারে না। প্রতিষ্ঠিত প্রকাশকরা অংশ নেয়ার সুযোগ পেলে ভাল নোটবই বেরোবে, এ চিন্তা যাদের রয়েছে তাদের ভুলটা সেই নীতিগত প্রশ্নেই থেকে যাচ্ছে। প্রমাণিত একটি বিষয়ে দ্বিধা শুধু পুরনো ভুলের পুনরাবৃত্তির সুযোগ করে দেবে। নিষেধ যা রয়েছে তা নিশ্চিতভাবে কার্যকর করার ব্যাপারে কোন উদ্যোগ চোখে পড়ে না। ছাত্রদের বিরাট ক্ষতি হচ্ছে জেনে যে কাজের ওপর সরকারীভাবে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে তা যারা লঙ্ঘন করছে তাদের কার্যকরভাবে প্রতিহত না করা গেলে এমন নিষেধাজ্ঞার আর কি মূল্য থাকছে? মাঝেমধ্যে কোথাও হানা দিয়ে কিছু বই উদ্ধারের চেষ্টার মধ্যে প্রতিরোধের কাজটি সীমাবদ্ধ থাকলে সত্যিকার সুফল পাওয়া যেতে পারে না। গোড়াতেই এর সন্ধান রাখা দরকার। বইয়ের পাণ্ডুলিপি হচ্ছে, তা ছাপা হচ্ছে, এর পরে সেটি বাজারে আসছে। কড়া নজর থাকলে অন্ততঃ এর একটি ধাপের সন্ধান না মিলে পারে না। ছাত্র-ছাত্রীদের ভবিষ্যৎ পরিণামের কথা বিবেচনায় রেখে এ ব্যাপারে কঠোর ব্যবস্থা আজ দাবী হয়েই আসছে।